যুগান্তর

তারিখ ...28 APR 2016...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী দায়িত্ব পালন কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় ইউপি নির্বাচনে প্রিসাইডিং, সহকারী প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নামমাত্র কিছু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্কুল-কলেজের শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হলেও অধিকাংশ নাম সর্বস্ব কোচিং সেন্টার ও কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষক এমনকি চাকরি করেন না এমন ব্যক্তিকেও টাকার বিনিময়ে নিয়োগ দেয়া হয়। নব্য সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নেতাসহ বেশ কয়েকজন দালাল আর্থিক লেনদেন করে উপজেলা নির্বাচন অফিসারের মাধ্যমে অবৈধভাবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী দায়িত্ব দেন। নির্বাচন অফিসের এ অর্থ কেলেংকারির বিষয়টি উপজেলা জুড়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছে।

বিভিন্ন অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৩ এপ্রিল আলমডাঙ্গা উপজেলার ৬ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের জন্য প্রিসাইডিং, সহকারী প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ দিয়েছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন অফিসার ছামিউল আলম। নিয়ম অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, ব্যাংক, বিভিন্ন স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীকে নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া হয়। আপদকালীন এনজিও কর্মকর্তাদেরও নিয়োগ দেয়া যায়। তবে মাত্র ৬ ইউপি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। বৃহত্তর এ উপজেলায় কয়েকশ' সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন। এছাড়াও রয়েছেন শতাধিক ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী। তারাই নির্বাচনের গুরু দায়িত্ব পালন করে থাকেন। অথচ ২৩ এপ্রিল উপজেলার ৬ ইউপি নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন অফিস নামমাত্র কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা, কয়েকজন ব্যাংক কর্মকর্তা, কিছু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন কোচিং সেন্টার ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষকদের ঢালাওভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। এদের বেশিরভাগই এ সংক্রান্ত কোনো প্রশিক্ষণও নেননি। ফলে এদের বিপরীতে প্রশিক্ষণ বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থও হাতিয়ে নেয়া সহজ হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, আল একরা কিন্ডারগার্টেন, আপনজন কিন্ডারগার্টেন, শিশুকুঞ্জ, শিশু নিকেতনসহ বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন ও কোচিং সেন্টারের শিক্ষকদের অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ দেয়া হয়। ৩শ' থেকে ৫শ' টাকা করে নিয়ে উপজেলা নির্বাচন অফিসার ছামিউল আলম অবৈধভাবে নির্বাচনী দায়িত্ব দেন। এতে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী ও ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতা রেফাউল হক বলেন, 'নতুন ভোটার তালিকা, ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ তো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরাই করেন। অথচ তাদের বাদ দিয়ে নির্বাচন অফিস এবার টাকা নিয়ে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষকদের নিয়োগ দিল। নির্বাচন অফিসের এ নীতিভ্রষ্ট কাজের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে জানানো হয়েছে।' আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন অফিসার ছামিউল আলম তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তবে নির্দিষ্টভাবে অনিয়মের উদাহরণ তুলে ধরলে তিনি চুপ থাকেন।